চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৫.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

হালিশহর ল্যান্ডফিল্ডে গ্যাস কূপের টেস্ট বোরিং উদ্বোধনকালে ডা. শাহাদাত হোসেন

বর্জ্য থেকে জ্বালানি উৎপাদনে চট্টগ্রামে শুরু নতুন অধ্যায়চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে নতুন এক মাইলফলক অর্জন করেছে।বুধবার (১৫ অক্টোবর) দুপুরে হালিশহর আনন্দ বাজার ল্যান্ডফিল্ডে “গ্যাস কূপের টেস্ট বোরিং” উদ্বোধন করেন মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।উদ্বোধন শেষে মেয়র বলেন, জলাবদ্ধতা নিরসন ও পরিবেশ দূষণ রোধে বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার কোনো বিকল্প নেই। এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা চট্টগ্রামকে একটি ক্লিন, গ্রিন ও হেলদি সিটিতে পরিণত করতে চাই।তিনি আরও বলেন, আমি যখন মেয়র হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করি, তখন থেকেই আমার চিন্তা ছিল—কিভাবে শহরের ময়লাগুলোকে সম্পদে রূপান্তর করা যায়। হালিশহরের মানুষ বছরের পর বছর দুর্গন্ধ ও দূষণের কষ্ট ভোগ করছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা শুধু পরিবেশ রক্ষা নয়, বরং বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তাও নিশ্চিত করব।মেয়র জানান, সিটি কর্পোরেশনের “ওয়েস্ট টু এনার্জি” প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো পরীক্ষামূলকভাবে বায়োগ্যাস উৎপাদনের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই টেস্ট বোরিং সফল হলে ডিসেম্বর-জানুয়ারির মধ্যেই পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকল্পটি চালু হবে, এবং জনগণ বিনামূল্যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সেবা পাবে। ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, প্রতিদিন চট্টগ্রাম শহরে প্রায় ৩ হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়, যার মধ্যে সিটি কর্পোরেশন সংগ্রহ করে প্রায় ২২০০ টন। বাকি বর্জ্য নালা ও খালে গিয়ে জলাবদ্ধতা ও দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এজন্য ডোর-টু-ডোর প্রকল্প চালুর মাধ্যমে আমরা শতভাগ বর্জ্য সংগ্রহ নিশ্চিত করতে চাই। মেয়র এসময় জনগণের প্রতি আহ্বান জানান, আপনারা বর্জ্য নালা বা খালে ফেলবেন না। একটু সচেতনতা আমাদের শহরকে করবে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে এটি হবে বাংলাদেশের প্রথম বায়োগ্যাস প্রজেক্ট, যা চট্টগ্রামকে একটি পরিবেশবান্ধব, আধুনিক ও টেকসই শহরে রূপান্তরে ভূমিকা রাখবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চসিক সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, রাজনীতিবিদ আলহাজ্ব এম এ আজিজ, হানিফ সওদাগর, বি অ্যান্ড এফ কোম্পানি লিমিটেডের প্রধান সি ডব্লিউ পার্ক, পরিচালক মেজর নাসিম উদ্দিন, পরিচালক প্রকৌশলী তানিম, প্রকল্প ইনচার্জ অ্যাডভোকেট তারান্নুম বিনতা নাসিম, সাবেক কাউন্সিলর হাসান মুরাদসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা।

জনগণের টাকায় কাজ, তদারকিও করবে জনগণ : মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আমরা চাই শহরের প্রতিটি উন্নয়নকাজ যেন স্বচ্ছভাবে, মানসম্পন্নভাবে সম্পন্ন হয়। জনগণের অর্থে পরিচালিত কাজের তদারকি জনগণই করবে, যাতে কোনো ধরনের অনিয়ম বা দুর্নীতি না ঘটে। বুধবার (১৫ অক্টোবর) ৩৮ নং ওয়ার্ডের মাইজপাড়াস্থ হালিশহর আহমদ মিয়া সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শহীদ মিনার ও মঞ্চ নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।মেয়র বলেন, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্থায়নে ২৬ লাখ ৬ হাজার ৭৩৩ টাকার ব্যয়ে এই শহীদ মিনার ও মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে এবং ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান এন আলম এন্ড সন্স এর মাধ্যমে এ কাজ সম্পন্ন করা হবে। আমরা কাজের জন্য অর্থ দেব, কিন্তু কাজের মান ঠিক রাখার দায়িত্ব আপনাদের, এলাকাবাসীর। আপনাদেরই তদারকি করতে হবে যেন কোনো অনিয়ম না হয়। তিনি আরও বলেন, এই ওয়ার্ডে ইতোমধ্যে ১১টি রাস্তার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, আরও বেশ কয়েকটি প্রকল্প চলমান রয়েছে। আগামী অর্থবছরে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০টি সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মরহুম আহমদ মিয়ার আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এসময় দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনাও করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রকৌশলী আবু শাদাত মো: তৈয়ব, প্রকৌশলী মোহাম্মদ আলী, বিএনপি নেতা এম এ আজিজ, মো. কামাল হোসেন, মো. হানিফ সওদাগর , শাহেদা খানম, আকতার জাহান, কাপাসগোলা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রুমা বড়ুয়া, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলম সিকদার, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮